

শির্কে আকবার (বড় শির্ক) ও শির্কে আসগার (ছোট শির্ক) এর মধ্যে পার্থক্য কি?

(১) শির্কে আকবার সবচেয়ে বড় অন্যায় ও অপরাধ। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত- লুক্‌মান عليه السلام তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন:-

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.^১

অর্থাৎ- হে আমার বৎস, আল্লাহর সাথে অংশীদার নির্ধারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর (ﷻ) সাথে শির্ক করা মহা যুল্ম।^২

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.^৩

অর্থাৎ- যারা ঈমান আনে এবং নিজের ঈমানকে যুলমের (শিরকের) সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।^৪

এ আয়াতে যুল্ম বলতে শির্কে বুঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো- সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিমের বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাহুলকে (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর (ﷻ) রাহুল ﷺ আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে তার নাফ্‌ছের উপর যুল্ম করেনি? (অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেকেই তো কম-বেশি নিজের নাফ্‌ছের উপর অত্যাচার করছি। তাহলে তো আমরা কেউই আল্লাহর ‘আযাব থেকে নিরাপদ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত নই।) প্রতি উত্তরে রাহুল ﷺ তাদেরকে বললেন:- “আয়াতটির মর্ম তোমরা যা মনে করছ তা নয়, বরং এ আয়াতে যুল্ম বলতে ঐ শির্কেই বুঝানো হয়েছে, যে শির্ক সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করতে যেয়ে লুক্‌মান عليه السلام তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন:-

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.^৫

অর্থাৎ- হে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক হলো এক মহা যুল্ম।^৬

১. سورة لقمان - ১৩

২. ছুরা লোক্‌মান- ১৩

৩. سورة الأنعام - ৮২

৪. ছুরা আল আন‘আম- ৮২

৫. سورة لقمان - ১৩

৬. ছুরা লুক্‌মান- ১৩

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ’উদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাছুলকে সাঃ জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোন গুনাহটি আল্লাহর সাঃ নিকট সবচেয়ে বড়? এর উত্তরে রাছুল সাঃ বলেছেন:-
 “সেটি হলো- যে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার (শরীক) নির্ধারণ করা”।^৭
 শিরকে আসগার সাধারণ কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহর সাঃ এ বাণী:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.^৮

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার পাপ ক্ষমা করেন না, তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।^৯

এ আয়াত এবং উপরে উল্লেখিত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিরকে আসগার শিরকে আকবারের পর্যায়ভুক্ত নয় বরং তা অন্যান্য কাবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাঃ সাথে কোন অংশীদার নির্ধারণ করা হয় না।

(২) শিরকে আকবার (বড় শিরক) মুছলমানকে ইছলাম থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ শিরকে আকবার করলে মুছলমান ইছলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়; সে আর মুছলমান থাকে না। যদিও সে নিজেকে মুছলিম বলে দাবি করে এবং ধর্মীয় কাজ-কর্ম করে থাকে, তথাপি আল্লাহ সাঃ ও তাঁর রাছুলের সাঃ দৃষ্টিতে সে আর মুছলিম বলে গণ্য হয় না।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহর সাঃ এ বাণী:-

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.^{১০}

অর্থাৎ- তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী নয়।^{১১}

পক্ষান্তরে শিরকে আসগার (ছোট শিরক) মুছলমানকে ইছলাম থেকে বের করে দেয় না। অর্থাৎ শিরকে আসগার করার কারণে কোন মুছলিম, কাফির-মুশরিকে পরিণত হয় না, বা ইছলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায় না।

(৩) শিরকে আকবার একটি হলেও তা কর্তাব্যক্তির অতীতের যাবতীয় নেক ‘আমাল ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ

৭. সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুছলিম, মুছনাদে ইমাম আহমাদ

৮. سورة النساء - ৪৮

৯. ছুরা আন্ নিহা- ৪৮

১০. سورة النور - ৪৭

১১. ছুরা আন্ নূর- ৪৭

কোন মুছলমান যদি মাত্র একটি শিরকে আকবার করে, তাহলে তা তার অতীতের যাবতীয় নেক ‘আমাল ধ্বংস করে দেবে।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহর (ﷻ) এ বাণী:-

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.^{১১}

অর্থাৎ- যদি তারা শিরক করতেন, তাহলে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে নিষ্ফল হয়ে যেত।^{১০}

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:-

لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ.^{১২}

অর্থাৎ- যদি (আল্লাহর সাথে) অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে।^{১৫}
পক্ষান্তরে শিরকে আসগার অতীতের সকল নেক ‘আমালকে ধ্বংস করে দেয় না, বরং তা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ‘আমালকেই (যে ‘আমাল বা ‘ইবাদাতে শিরকে আসগার সংঘটিত হয়েছে, শুধুমাত্র সে ‘আমালটিকেই) বাতিল ও বরবাদ করে।

(৪) যে ব্যক্তি শিরকে আকবার করে, সে যদি খাঁটিভাবে তাওবা করে নতুন করে ইছলাম গ্রহণ না করে, তাহলে সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর (ﷻ) ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়।

যেমন কোরআনে কারীমে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.^{১৬}

অর্থাৎ- নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।^{১৭}

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিরকে আসগার করবে, সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে না। তার এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, আল্লাহ (ﷻ) চাইলে নিজ দয়া-গুণে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহর (ﷻ) এ বাণী:-

১২. سورة الأنعام - ৮৮

১৩. ছুরা আল আন‘আম- ৮৮

১৪. سورة الزمر - ৬০

১৫. ছুরা আযযুমার- ৬৫

১৬. سورة المائدة - ৭২

১৭. ছুরা আল মা-য়িদা- ৭২

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার পাপ ক্ষমা করেন না, তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।^{১৯}

(৫) যে ব্যক্তি শিরকে আকবার করে, সে তাওবা করে নতুন করে ইছলাম গ্রহণ না করেলে শারী‘য়াতের দৃষ্টিতে তার জান ও মালের কোন নিরাপত্তা নেই (অর্থাৎ শারী‘য়াতে ইছলামিয়াহর দৃষ্টিতে সে মৃত্যুদন্ডের যোগ্য এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্তযোগ্য)।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহর (ﷻ) এ বাণী:-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ০২

অর্থাৎ- অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো আতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎপেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায ক্বায়িম করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{২১}

পক্ষান্তরে শিরকে আসগারকারী যদিও ফাসিক, তথাপি মু‘মিন হওয়ার কারণে শারী‘য়াতের দৃষ্টিতে ইছলামী রাষ্ট্রের কাছে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা রয়েছে। সে মৃত্যুদন্ড যোগ্য নয় এবং তার সম্পদও বাজেয়াপ্তযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে রাছুল ﷺ বলেছেন:-

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرَّمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. ২২

অর্থ- যে ব্যক্তি “আল্লাহ ﷻ ব্যতীত আর কোন মা‘বুদ নেই” একথা স্বীকার করবে এবং আল্লাহ ﷻ ব্যতীত যত কিছুর উপাসনা করা হয়, সে সবকে অস্বীকার করবে, তার সম্পদ ও রক্ত (মাল ও জান) নিষিদ্ধ। আর তার হিসাব আল্লাহর (ﷻ) নিকট রয়েছে।^{২৩}

অন্য হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছুল ﷺ বলেছেন:-

১৮. سورة النساء- ৪৮

১৯. ছুরা আন্ নিছা- ৪৮

২০. سورة النوبة- ০

২১. ছুরা আত তাওবাহ- ৫

২২. صحيح مسلم

২৩. সাহীহ মুহলিম

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.^{২৪}

অর্থ- আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে, যতক্ষণ না তারা এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ﷻ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর (ﷺ) রাছুল, এবং নামায ক্বায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আর যখন তারা এ কাজগুলো করে নিবে তখন তারা তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নিবে, তবে যদি ইছলামের কোন হাফ্ফ থাকে (তাদের জান-মালের উপর, তবে তা ভিন্ন কথা)। আর তাদের হিসাব আল্লাহর (ﷻ) নিকট রয়েছে।^{২৫}

শির্কে আসগার বা শির্কে খাফি:- যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শির্কে আকবারের দিকে ধাবিত হয়, সেসব কথা ও কাজ শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হয়।

যেমন- মাখলূকের তথা আল্লাহর সৃষ্ট কোন বস্তুর ব্যাপারে এই পরিমাণ সীমালংঘন করা, যা 'ইবাদাতের পর্যায়ে পৌছে না। 'ইবাদাতের পর্যায়ে পৌছলে তা শির্কে আকবারে পরিণত হবে। যেমন- গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো) নামে শপথ করা, রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন 'আমাল বা 'ইবাদাত করা, “আল্লাহ ﷻ আর আপনি যা চান” “আল্লাহ ﷻ আর আপনি যদি না হতেন” এ ধরনের কথা-বার্তা বলা।

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন:- “শির্কে আকবার নয় এমন যেসব কর্মকে শারী'আতের “নাস” অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে:

“আল্লাহ আর আপনি যদি (و لو لا الله وأنت لكان كذا و كذا) “আল্লাহ আর আপনি যা চান” (ما شاء الله وشئت) উপস্থিত না থাকতেন বা না হতেন, তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো”। অনুরূপভাবে আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।

আল 'আল্লামা ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (رحمته الله) (৬৯১-৭৫১ হিজরী) শির্কে আসগার এর উদাহরণ দিতে যেয়ে বলেছেন:- 'ইবাদাতে লোক দেখানো ভাব করা, মানুষের সমুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা, “আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি” এমনটি বলা, “আল্লাহ ﷻ ও আপনি না হলে এমনটি হতো” এরকম কথা বলা।

এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি (ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (رحمته الله) বলেছেন:- “শির্কে আসগার কখনও কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে”।

২৪. رواه البخاري و مسلم

২৫. সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছলিম

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সকল প্রকার শির্ক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আ-মীন-ন।